গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ।

স্মারক নং- ৩৩.০২.০০০০.৯৫৭.০১.০৩৮.২১- ১৬০ তারিখ: ১৪/০৭/২০২১ খ্রি.

বিষয়: মরা নদীতে নেট স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষের লক্ষ্যে জলাশয়ের উপযোগীতা যাচাই এবং অনাপত্তি পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন "দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় মরা নদীতে নেট স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষের লক্ষ্যে ডিপিপিতে উল্লেখিত নিম্নবর্ণিত স্থানে নেট স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।

জেলা	উপজেলা	স্থান
গোপালগঞ্জ	সদর	কাটাগং মধুমতির শাখা পুরাতন মানিকদাহ খেয়া খাট
	কাশিয়ানী	মধুমতির শাখা-তারাইল ফোকরা বাঁওড়
	কোটালিপাড়া	ঘাগর নদী- ঘাগর ব্রীজের নিচে
	টুঙ্গিপাড়া	মধুমতির শাখা-পাটগাতী তেতুলিয়া ব্রীজের নিচে
		মধুমতির শাখা-বর্ণি ও বাঁশুরিয়া ব্রীজের নিচে
মাদারীপুর	রাজৈর	টেকেরহাট ব্রীজের নিচে

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনাপত্তি পত্র গ্রহণ এবং নেট স্থাপনের মাধ্যামে মাছচাষের উপযোগীতা যাচাইপূর্বক নিম্নবর্ণিত ছকে তথ্যাদি অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

তথ্য প্রেরণের ছকঃ

ক্র: নং	মরা নদী/ জলাশয়ের নাম	অবস্থান (গ্রাম,ইউনিয়ন, উপজেলা)	সম্ভাব্য জলায়তন (হেঃ)	নেটের সম্ভাব্য পরিমান		মন্তব্য
				দৈঘ্য (ফুট)	উচ্চতা (ফুট)	
						১। উপযোগীতা ২। শুষ্ক মৌসুমে পানির গভীরতা। ৩। সুফভোগী দল গঠন করা যাবে কিনা ৪। চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) ৫। অন্যান্য

১৪/০৭/২১
(এস এম আশিকুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ।
ই-মেইল: pdifssproject@fisheries.gov.bd

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,
গোপালগঞ্জ/মাদারীপুর।

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা/বরিশাল/খুলনা বিভাগ।
২. ষ্টাফ অফিসার, মহাপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (মহাপরিচালকের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ...।

২২.১৩ বিল নার্সারি স্থাপন

বাংলাদেশের বেশির ভাগ জলাশয়ে পলি জমে জলাশয় যেমন তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে তেমনি তার জলধারের পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে। ফলে জলাশয়সমূহ জলজ জীব যেমন মাছ এবং জলজ উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে এবং প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হারাচ্ছে। এর ফলে মাছের এ সকল মাতৃভান্ডার হতে মাছের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য বিলের যে অংশ গভীর অথবা একটু বেশি গভীর, সেখানে প্রয়োজনীয় খনন করে বিল নার্সারির জন্য উপযুক্ত জায়গায় ১৯৬টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হবে। এর ফলে অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা এবং বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে। তাছাড়া, প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য বিলের উন্নয়ন করা হবে। বিলের উন্নয়ন বা পুনঃখননের দর হার এলজিইডির পুনঃখনন দর হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হবে।

২২.১৪ খামার নিবন্ধন এবং সম্প্রসারণ কাজ

প্রকল্পটির মাধ্যমে ০২ লক্ষ খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রতি ৩টি ইউনিয়নের জন্য ০১ (এক) জন করে মাঠ সহায়ক কর্মী উপজেলা কমিটির মাধ্যমে মনোনয়ন দেয়া হবে। এক্ষেত্রে ৪৪৬টি ইউনিয়নের জন্য ১৪৯ জন মাঠ সহায়ক কর্মী মনোনয়ন দেয়া হবে। মাঠ সহায়ক কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে খামার নিবন্ধনের কার্যক্রমসহ প্রকল্পের সম্পসারণ কাজ সম্পন্ন করবেন।

২২.১৫ মাঠ সহায়ক কর্মীদের প্রণোদনা ও বাইসাইকেল প্রদান

মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবলের অপ্রতুলতার কারণে সম্প্রসারণ সেবা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা দুরুহ হচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় খামার নিবন্ধন কার্যক্রমসহ সম্পসারণ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ওপর বিগত ২৭/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার ৪.৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত প্রতি ৩টি ইউনিয়নের জন্য ০১ জন করে মাঠ সহায়ক কর্মী মনোনয়নের সংস্থান রাখা হয়। উল্লিখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের আওতায় প্রতি ৩টি ইউনিয়নের জন্য ০১ জন করে ১৪৯ জন মাঠ সহায়ক কর্মী মনোনয়নের বিষয়টি পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবলের সংকটের কারণে ইতোপূর্বে এ ধরনের মাঠ সহায়ক কর্মীর মাধ্যমে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবী এবং মৎস্য কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় উদ্যোগী ব্যক্তিদের মধ্যে হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করে মাঠ সহায়ক কর্মীদের মনোনয়ন দেওয়া হবে। মাঠ সহায়ক কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অধীনস্থ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করবেন।

একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ সহায়ক কর্মীগণকে প্রণোদনা বাবদ প্রতি মাসে ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার পরিবর্তে সাকুল্যে ১৫০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা হারে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এ খাতে প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪৯ জন মাঠ সহায়ক কর্মীর জন্য প্রকল্প মেয়াদে (৪ বছরে) সর্বমোট ৫.০০৬৪ লক্ষ টাকার স্থলে ১০৭২.৮০ লক্ষ টাকা প্রণোদনার সংস্থান রাখা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১৬)। উক্ত প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদান সাপেক্ষে প্রদেয় হবে। এছাড়াও ১৪৯ জন মাঠ সহায়ক কর্মীর জন্য ১৪৯টি বাইসাইকেল ক্রয় বাবদ প্রকল্পের মূলধন খাতে প্রতিটির ব্যয় ০.১৫ লক্ষ টাকা হারে মোট ২২.৩৫ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উল্লিখিত দুটি বিষয়ে সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯৫.১৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

২২.১৬ মৎস্য আইন বাস্তবায়ন

প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া বছরের নির্দিষ্ট সময় যেমন-মৎস্য প্রজনন মৌসুমে/মা মাছ ধরার নিষিদ্ধ মৌসুমে ৩ মাস সময় অভয়াশ্রম এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়নের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। এছাড়া বছরব্যাপী মৎস্য আইন প্রয়োগের নিমিত্ত আইন সংক্রান্ত ব্যয় বরাদ্দের সংস্থান ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২২.১৭ মরা নদীতে নেট স্থাপন

প্রকল্পভুক্ত গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার মরা নদীর বিভিন্ন স্থানে যেমন- টেকেরহাট ব্রীজের নিচে, কাটাগং মধুমতির শাখা পুরাতন মানিকদাহ খেয়া খাট, মধুমতির শাখা-তারাইল ফোকরা বাঁওড়, কোটালিপাড়া ঘাগর নদী- ঘাগর ব্রীজের নিচে, মধুমতির শাখা-পাটগাতী তেতুলিয়া ব্রীজের নিচে, মধুমতির শাখা-বর্ণি ও বাঁশুরিয়া ব্রীজের নিচে মরা নদীতে উপযুক্ততার ভিত্তিতে নেট স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষ করা যেতে পারে। এভাবে ১০ জেলাসমূহে অবস্থিত মরা নদীতে উপযুক্ততার ভিত্তিতে ৩০০টি নেট স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষ করা যেতে পারে।

২৩.০ বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল: (Amortization Schedule) (সংযোজনী-৬) সংযুক্ত।

২৪.০ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাবের বর্ণনা এবং প্রতিকার/ঝুঁকি হ্রাসের উপায় বর্ণনা

২৪.১ অন্য প্রকল্প/বিদ্যমান স্থাপনা

প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রম অন্য কোনো সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম বা বিদ্যমান স্থাপনার ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। বরং এ প্রকল্পের কার্যক্রম অন্য প্রকল্পের কার্যক্রম বা অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম বিশেষ করে সদ্য সমাপ্ত বৃহত্তর ফরিদপুর জেরার মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।